• Bengali Hons (CBCS) •
Semester – IV • Paper – CC – 09
Sub – 'বীরাঙ্গনা' কাব্য
Teacher – Lakhindar Kar.

NOTE-10 Mark

–: বীরাঙ্গনা কাব্য :–

"দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা" পত্রকাব্যে শকুন্তলা চরিত্রটির অভিনবত্ব আলোচনা কর?

⇒ মধু কবি শ্রী মধুসূদনের অমর সৃষ্টি 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২খ্রী:) এই পত্র কাব্যে যে কয়েকটি পত্রিকায় প্রেমিকা নারীর প্রেম পিপাসা, আপন ব্যক্তি সত্ত্বা তথা আধুনিক নারী প্রগতির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' অন্যতম।

■ 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' কবির লক্ষ্য ছিল পৌরাণিক কাহিনী থেকে চয়ন করা নারীদের নবজাগরনের আলোকে নবরূপ প্রদান করা, সেই অনুষঙ্গে আলোচ্য পত্রকাব্যের নায়িকা শকুন্তলাকেও কবি মধুসূদন মহাভারতের 'আদিপর্ব' চয়ন করেছেন। সেই সঙ্গে এই শকুন্তলাকে পৌরাণিক পরিমন্ডল থেকে বিচ্যুত করে নবজাগরনের আলোকে আধুনিক নারীরূপে উপস্থাপন করেছেন। পত্রটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষনে কবির সেই অভিনব ভাব ও কল্পনার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

■ দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা পত্রকাব্যে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার অরন্য পরিবেশে সাক্ষাৎ এবং তার সাথে গান্ধর্ব বিধানে পরিনয় সূত্র আমরা দেখতে পাই। — এ সবই পুরান আশ্রিত কিন্তু এই পরিনয় সূত্রের অন্তে দুষ্মন্তের উপেক্ষার সূত্রে বীর শকুন্তলা কর্তৃক রাজ সমীপে পত্র প্রেরনের ঘটনা একেবারেই মধু-কবির নিজস্ব কল্পনা প্রসূত। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পরিনয় সূত্র স্বামী ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়নি। তবুও আশা আকাঙ্খার দোলাচলতা শকুন্তলার হৃদয়কে ব্যাকুল ও রহস্যময় করে রেখেছে।

■ অথচ আপন হৃদয়ের ব্যক্তি সচেতনা শকুন্তলাকে পুরান পরিমন্ডল থেকে বিচ্যুত হতে সাহায্য করেছিল, তাই যে বনময় প্রকৃতি পৌরানিক শকুন্তলার কাছে প্রেমের সহায়ক হয়েছিল সেই প্রকৃতি মধুসূদনের নায়িকার কাছে কেবলমাত্র এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে নায়িকা শকুন্তলার মানস নৈকট্য অতীব সূক্ষ্ম, তাই যে হরিন শিশু পৌরানিক শকুন্তলা কাছে স্বান্তনাব্য সেই হরিন শিশু মধুসূদনের কাছে শকুন্তলার পত্রবাহক। পত্রবাহক এই হরিন শিশুকে উদ্দেশ্য করে শকুন্তলা বলেছেন —

> " মনরথ গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
> কুরঙ্গ! লেখন লয়ে যা চলে সত্ত্বরে
> যথায় জীবিতনাথ! "

— এভাবে যে প্রকৃতি ছিল শকুন্তলার কাছে প্রেমসহায়িকা, সেই প্রকৃতি প্রেমের বিরহক্ষনে হয়ে উঠেছে নিরর্থক ও অনাবশ্যক। তাই প্রেমহীন একাকিনী শকুন্তলা স্মৃতির মালা গাঁথায় চিরন্তন ব্যস্ত —

Scanned with CamScanner

"সে তরুর তলে
গান্ধর্ব বিবাহছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলশয্যা সাজাইয়া সাথে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,
কি ভাব উদয় মনে, দেখ মনে ভাবি,
ধীমান, যখন পশি সে নিকুঞ্জ ধামে! "

—শুধু অতীত স্মৃতিচারণা নয়, আধুনিক ব্যক্তি সচেতনতার আলোকে শকুন্তলার প্রেমকে মধুসূদন স্বমহিমায় ব্যক্ত করেছেন। কালিদাসের যে শকুন্তলা প্রেম প্রকাশে ছিল লজ্জাবনত। সেই শকুন্তলা বীরাঙ্গনা কাব্যে এসে প্রেম প্রকাশে হয়েছে সম্পূর্ণ লজ্জাহীনা। তাই সে অনায়াসে বলতে পেরেছে—

"নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ, নাহি অন্নে রুচি;
না জানি কি কাহি করে, হায়, শূন্যমনে! "

শকুন্তলার এই স্বগত উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা যেন খুঁজে পাই বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাসের প্রেম-উন্মাদিনী রাধার চিত্রকল্প।

● বীরাঙ্গনার শকুন্তলার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার ছোঁয়া লক্ষিত হলেও এখানে রাধার যেন এক আধুনিক সংস্করণও আমরা পেয়ে যাই। আধুনিক শকুন্তলার চিত্তমূলে তাই সংকট ও অবিশ্বাস বা দুর্বলতা আসেনি। দুষ্মন্ত কর্তৃক যে সম্প্রদান বিতাড়িত হয়েও বাস্তব ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে যে কল্পনা করে নিয়েছে নিষ্পত্তির এক দারুণ ঐশ্বর্য্য। তাই তার দুষ্মন্তের কাছে স্বগত উক্তি—

"জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র সদৃশ
ঐশ্বর্য্য মহিমা তব; অতুল জগতে
কুলে, মানে, ধনে তুমি রাজকুলপতি। "

—কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের প্রতি শকুন্তলা বিন্দুমাত্র আশাবাদী নয়। প্রেমের পথে স্বামী সেবার মধ্যে নারীত্বের সার্থকতার দিকটি তুলে ধরে শকুন্তলা বলেছেন—

"সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এ লোভ মনে,—
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়! "

■ বীরাঙ্গনা কাব্যের শকুন্তলার মধ্যে দুষ্মন্তের প্রতি যেমন রয়েছে তার

অপার বিশ্বাস ও আস্থা, তেমনি সেই বিশ্বাস ও আস্থা বাস্তবের কঠোরতায় দোলাচলতা হয়ে উঠেছে। তাই কখনো কখনো শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের বিরুদ্ধে নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী মানসিকতার লক্ষ্য করা যায় ——

" কোন দোষে, কহ, কান্ত, শুনি
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ যুগে ? "

কিংবা —— " এ মনে যে সুখ-পাখি ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ? "

এইভাবে জীবনের নানা পথে যদিও শকুন্তলার জীবন মৃত্যুর ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে তবুও জীবন সম্পর্কে সে অসহায় নারীর মত পিছপা হয়নি, অর্থাৎ পরাজিত হয়েও পলায়নমুখী না হয়ে নিজেকে ব্যক্তিত্ব বোধে উজ্জীবিত হয়ে চিরন্তন ভবিষ্যতের প্রতি পরম আশাশীল হয়েছেন। তাই তার স্বগত উক্তি ——

" জীবনের আশা হায়, কে ত্যজে সহজে ; "

এমনিভাবে পৌরাণিক শকুন্তলা আপন ব্যক্তি সত্তার সচেতনতায়, অধিকার বোধের গভীরতায়, প্রিয়তমের কর্মের সমালোচনায় হয়ে উঠেছে বিংশ একবিংশ শতাব্দীর এক আধুনিক নারী চরিত্র। পৌরাণিক চরিত্রের এ হেন প্রকাশের মধ্য দিয়ে চরিত্রটি যেন বীরাঙ্গনা কাব্যের কাব্য বৈশিষ্ট্যের যথার্থ বাহক হয়ে উঠেছে তেমনি মধুসূদনের আধুনিক শিল্পমনের দিকটিকে সুন্দর ও সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করেছে।

পত্রিকাটির মূল্যায়ন সম্পর্কে ড: ক্ষেত্রগুপ্ত মনে করেন ——

" মধুসূদনের শকুন্তলা উৎকণ্ঠায়, অভিযোগে অনেকখানি সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল। মধুসূদনের শকুন্তলার মধ্যে সজীবতা প্রখর। নিজের নারী ব্যক্তিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে বীরাঙ্গনার শকুন্তলা অনেকখানি সচেতন। "

• Bengali Hon's (CBCS) •
Semester – IV • Paper – CC-09
Sub – 'বীরাঙ্গনা' কাব্য
Teacher – Lakhindar Das.

NOTE-10 Marks

NOTE – 10 Marks

1. DAN

বীরাঙ্গনা কাব্যের নাম করনের তাৎপর্য আলোচনা কর ?।

⇒ আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পথিকৃৎ 'বীরাঙ্গনা' (1862) নারী মুক্তি ও নারী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এক অনবদ্য কাব্যিক প্রকাশ, 'বীরাঙ্গনা' এই নামকরনের মধ্যে সচেতন শিল্পী মধুসূদনের এক বিশিষ্ট কাব্যিক ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। সাধারনভাবে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি উচ্চারন করলে বীরবতী রমনী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখদের নাম স্মরনে আসে। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যনামের ব্যঞ্জনা আরও সুদূর প্রসারী গভীর ও আধুনিক, তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের 11 টি পত্রের নায়িকারা কেউই সমরকুশলী নয়। তাদের দৈহিক বলের তেমন পরিচয় নেই। বীরাঙ্গনা শব্দের গভীর অভিব্যঞ্জনার সঙ্গে নামকরনের তাৎপর্য আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

বীরাঙ্গনা শব্দটিকে বীর+অঙ্গনা এইভাবে বিশ্লেষন করলে আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় পতি-পুত্রবতী রমনি, আবার 'বীর' এর অর্থ বিশিষ্ট প্রেরনা বা উদ্যম হলে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় প্রেরনা দায়ী রমনী। আবার 'বীর' শব্দটির অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উত্তম, এবং অঙ্গনা শব্দটির অর্থ – 'যে নারীর অঙ্গ সুন্দর', এই অর্থ ধরলে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটির অর্থ হয় শ্রেষ্ঠ বা সুন্দর যে নারী।

কবি মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্য পরিকল্পনায় ইতালীয় কবি ওভিদের (ovide) – "Epistle of the Heroine" – এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে তাঁর কাব্যের নাম 'বীরাঙ্গনা' রেখেছেন। Heroine শব্দের পরিবর্তে নায়িকা শব্দটি ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করেছিলেন বলে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' বিশিষ্ট অর্থে নায়িকাই। সর্বোপরি 'বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রখর আত্মসচেতনতা ও তীক্ষ্ণ আত্ম স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল নায়িকাগন তাদের অনুগত প্রেমভাবনা, অভাব অভিযোগ সাহসিকতার সঙ্গে অকুন্ঠিতভাবে প্রকাশ করেছেন। এই অসাধারন মানসিক ক্ষমতার অধিকারী বলেই তাদের দু:সাহসিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন করার জন্য মধুসূদন তাদের 'বীরাঙ্গনা' নামে অভিহিত করেছেন।

✓ কাব্যের এই নামের অভিব্যক্তি আমাদের পঠিত ~~কবিতা~~ পত্রিকাগুলিতে কেমনভাবে রূপায়িত হয়েছে তা পত্রিকাগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষন উদঘাটন করা যায়। সংক্ষেপে বলতে হয় স্বামী পরিত্যক্তা নারী শকুন্তলা স্ব-অধিকার ঘোষনা করেছে শকুন্তলা পত্রিকায়, স্বেচ্ছায় স্বামী নির্বাচন করেছে রুক্মিনী। অপ্রতিরোধ্য আবেগের বশবর্তী হয়ে সমাজবিধি লঙ্ঘন করেছে তারা, কর্তব্য বিমুখ কাপুরুষ স্বামীকে পুত্রহত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য স্বামীকে নানা তিরস্কারে জর্জরিত করেছে জনা, এইভাবে সমাজ-সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠে চরিত্রের দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তির অফুরন্ত সত্য আবিষ্কার করেছে বলে এই সমস্ত নারীরা সকলেই 'বীরাঙ্গনা' নামে পরিচিত।

Scanned with CamScanner

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে প্রথম পত্রে কন্বমুনির পালিতা তপোবন বাসিনী শকুন্তলা তার নিজের অধিকার অর্জনের জন্য স্বামী দুষ্মন্তের কাছে পত্র প্রেরন করেছে। মধুসূদনের এই শকুন্তলা এক আত্ম জাগরিত নারী যে নিশ্চিতরূপে স্ত্রী দাবিতে বেঁচে থাকতে চায়। মধুসূদনের এই শকুন্তলা এক অদ্ভুতপূর্ব জীবনী শক্তিতে উদ্বেল ও চঞ্চল। তাঁর কোমলতা ও সরলতার মধ্যে আত্ম অধিকার সচেতন এক মুক্তি পিপাসু নারী সত্ত্বা প্রচ্ছন্ন আছে। দুষ্মন্তকে সে অভিযোগ করে বলেছে ——

"এ মনে যে সুখ-পাখি ছিল বাসাবাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে,
নরাধিপ ?"

সে দুষ্মন্তের আত্মবিস্মৃতি ও হৃদয়হীন আচরনের জন্য কৈফিয়ৎ চেয়ে বলেছেন ——

"কেমন দোষে, কহ, কান্ত, শুনি
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরন যুগে ?"

এই বলিষ্ঠতা ও নিতান্ত আশাহীনতার মধ্যেও শকুন্তলা নিজের স্ব-অধিকার ঘোষনার দ্বারা '<u>বীরাঙ্গনা</u>' নারীতে ভূষিত হয়ে উঠেছে।

'সোমের প্রতি তারা' শীর্ষক দ্বিতীয় পত্রটি মধুসূদনের আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে রূপায়িত রোমান্টিক প্রেমের এক অনবদ্য চিত্র। গুরুপত্নী তারার সাথে শিষ্য সোমদেবের প্রেম সম্পর্কের মধ্যে মধুসূদন এক বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন। সামাজিক দৃষ্টিতে এই প্রেম সম্পর্ক গৃহিত না হলেও আধুনিক শিল্পী মধুসূদনের লেখনীতে তা নারীর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার এক বৈপ্লবিক প্রয়াস হয়ে উঠেছে। তাই গুরু পত্নী তারাদেবী নিঃসঙ্কোচে নির্দিধায় নিজেকে সমর্পন করেছে সোমদেবের কাছে ——

"এ নব যৌবন বিধু অর্পিব গোপনে
তোমায়।"

সর্বস্ব সমর্পনের এই স্বীকৃতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও আধুনিক। তাই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের তারা দেবী আধুনিক নারীর প্রতিনিধি। তাই আধুনিক প্রেম মনস্তত্ত্বের নিদারুন জ্বালায় ক্ষুব্ধ হৃদয়কে অসীম সাহসে প্রকাশ করেছে প্রেমাস্পদের কাছে ——

"প্রেম উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব; করিব যা কর, ——
বিকাইব কায় মন: তব রাঙা পায়ে!"

'বীরাঙ্গনা' কাব্যে যে সব নায়িকার মধ্যে সৌন্দর্য ও বীরত্বের চরম

Scanned with CamScanner

প্রকাশ ঘটেছে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায়। জনা তাদের অন্যতমা। জনা স্বামী নীলধ্বজকে পুত্র হত্যার প্রতিবিধান করার জন্য নানান যুক্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন। তিনি ক্ষত্রিয় নারীর তেজে স্বামী নীলধ্বজকে পার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কখনোও আবার স্বামীর দুর্বল আচরনের জন্য তাকে বিদ্রুপ করেছেন —

"এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি নৃমণি?"

এইভাবে ~~তারা~~ জনার দেবীর মধ্যে মধুসূদন নারীর আত্মসম্মান বোধ, স্বাধীন চিন্তা; যুক্তিবাদীতা প্রভৃতি রেনেসাঁস প্রভাবিত নারী জাগরনের অন্যতম লক্ষনগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুতরাং বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন নায়িকাদের পৌরানিক ধারনা লুপ্ত রেখে, নবরূপে যুগোপযোগী জীবন ধারায় অঙ্কিত করেছেন। ক্ষাত্রদীপ্তি সাহসিকতা, তেজস্বীতা শুধু এই সকলের পরিচয় নয়, আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে মধুসূদনের নির্বাচিত নায়িকারা 'বীরাঙ্গনা' হয়ে উঠেছে। তাই সব দিক থেকে বিচার করে সচেতন শিল্পী মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নামকরন সঙ্গত বলে মনে হয়।

Scanned with CamScanner